গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রশাসন ও টিডিএম
গৃহ নির্মাণ ঋণ কোষ
www.mof.gov.bd

নং- ০৭.০০.০০০০.২০৭.২২.০০১.২১-৮১৬

তারিখ: ১১ কার্তিক, ১৪২৮ বঃ
২৭ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়: সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:**

(ক) এ নীতিমালা **'সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা' ২০১৮ (সংশোধিত)** নামে অভিহিত হবে।

(খ) এ নীতিমালা ০১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ হতে কার্যকর।

২। **সংজ্ঞা:**

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়-

(ক) **গৃহ নির্মাণ ঋণ** অর্থ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য একক ঋণ, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের জন্য একক ঋণ, জমি ক্রয়সহ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গ্রুপভিত্তিক ঋণ, বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গ্রুপভিত্তিক ঋণ এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণকে বুঝাবে;

(খ) **সরকারি কর্মচারী** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কার্যালয়সমূহে শুধুমাত্র স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী (সামরিক/বেসামরিক)। রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি, পৃথক বা বিশেষ আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীগণ এ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবেন না;

(খখ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যগণ সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন এবং এ নীতিমালার আওতাভুক্ত হবেন;

(গ) **ঋণগ্রহীতা** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কার্যালয়সমূহে কর্মরত সরকারি কর্মচারী যারা এ নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন;

(ঘ) **সরকার** বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে;

(ঙ) **ক্রয়** বলতে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর ছাড়াও সরকারি সংস্থা হতে গৃহ নির্মাণের জন্য লীজ গ্রহণকেও বুঝাবে।

৩। **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:**

(ক) এ নীতিমালার ২ (খ) এবং (খখ) অনুসারে ঋণ আবেদনকারীর চাকুরি স্থায়ী হতে হবে।

(খ) গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য আবেদনের সর্বশেষ বয়সসীমা হবে ৫৮ (আটান্ন) বছর এবং সরকার প্রদত্ত সুদ ভর্তুকি অবসরোত্তর ছুটি ভোগের সর্বশেষ দিন পর্যন্ত প্রাপ্য হবেন।

(গ) কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু এবং দুর্নীতি মামলার ক্ষেত্রে চার্জশীট দাখিল হলে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ নীতিমালার আওতায় ঋণ গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

(ঘ) সরকারি চাকুরীতে চুক্তিভিত্তিক, খন্ডকালীন ও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত কোন কর্মচারী এ নীতিমালার আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

৪। **ঋণ প্রাপ্তির শর্ত:**

(ক) এ নীতিমালার আওতায় একজন সরকারি কর্মচারী দেশের যেকোন এলাকায় গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভবনের নকশা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(গ) ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ভূমি বা ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হতে হবে।

(ঘ) ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে আবেদনকারীর একটি ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার বেতন/ভাতা/পেনশন এবং গৃহ নির্মাণ বা ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত সমুদয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(ঙ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাটের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে। তবে, সরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মাণকৃত ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ তৈরি ফ্ল্যাট' এর শর্ত শিথিলযোগ্য।

৫। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:**

(ক) সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকানাধীন তফসিলী ব্যাংকসমূহ এবং বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কার্যক্রমটি পরিচালনা করবে।

(খ) সরকার অন্য যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে নিয়োগ করতে পারবে।

৬। **তহবিলের উৎস:**

বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব তহবিল হতে সরকারি কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৭। **ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:**

৭.১ **ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ:**

(ক) **গ্রাহক নির্বাচন:**

ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা, অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শর্তাবলী এবং উক্ত সংস্থার নিজস্ব নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার নির্ধারিত সিলিং (**সংযোজনী-ক/সংযোজনী-খ**) অনুসরণে ঋণ অনুমোদন করবে এবং ঋণ পরিশোধের চূড়ান্তকৃত সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রস্তুত করবে।

(খ) **ঋণ মঞ্জুরী প্রক্রিয়াকরণ:**

(১) ঋণ আবেদনকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা - এর পারস্পরিক সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থার যেকোন শাখা অফিস হতে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত যথাযথ পদ্ধতি (Due diligence) অনুসরণ করে সরকারি কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করবে। তবে, সরকারি সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে বরাদ্দ পত্রের উপর ভিত্তি করে ত্রি-পক্ষীয় দলিলের মাধ্যমে ঋণ প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে।

(২) ঋণ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সাময়িক অনুমোদন ও ঋণ পরিশোধের সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রস্তুত করবে।

(৩) ঋণ আবেদনকারী উক্ত সাময়িক অনুমোদন ও ঋণ পরিশোধের সিডিউলসহ (Negotiated repayment schedule) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মঞ্জুরীপত্র জারি করার জন্য অর্থ বিভাগে আবেদন প্রেরণ করবে।

(৪) অর্থ বিভাগ উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের সিডিউল (Negotiated repayment schedule) প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক সরকারি মঞ্জুরীর আদেশ জারি করবে। অর্থ বিভাগ এরূপ প্রক্রিয়া ই-নথিতে সম্পন্নপূর্বক ই-সাইনের মাধ্যমে মঞ্জুরী আদেশ দ্রুততার সাথে জারি করবে।

(গ) **ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ:**

(১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং (**সংযোজনী-ক/সংযোজনী-খ**) ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পদ্ধতির (due diligence) মাধ্যমে নিরূপিত পরিমাণ-এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম, সে পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে। তবে, সিলিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয় এবং ফ্ল্যাটের ক্রয় মূল্যের সাথে রেজিস্ট্রেশন ফি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(২) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য ডেট (Debt) ইক্যুইটি অনুপাত হবে ৯০:১০।

(ঘ) **ঋণের সুদ:**

(১) এ নীতিমালার আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ এর সুদের হার হবে সর্বোচ্চ **৯% সরল সুদ** অর্থাৎ সুদের উপর কোন সুদ আদায় করা যাবে না। ঋণগ্রহীতা ব্যাংক রেটের সমহারে সুদ পরিশোধ করবে।

(২) সুদের অবশিষ্ট অর্থ সরকার ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করবে।

(৩) সরকার সময়ে সময়ে নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭.১ (ঘ) (১) এ উল্লিখিত সুদের হার পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে। পুনঃনির্ধারিত অনুরূপ সুদের হার সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে, শর্ত থাকে যে, পুরাতন ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঋণ এর অপরিশোধিত আসলের উপর এ হার প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) **ফি:**

ঋণগ্রহীতাকে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রসেসিং ফি অথবা আগাম ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অতিরিক্ত ফি প্রদান করতে হবে না।

(চ) **সম্পত্তি বন্ধকীকরণ:**

(১) গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের পূর্বে যে সম্পত্তিতে ঋণ প্রদান করা হবে তা বাস্তবায়নকারী সংস্থা বরাবর রেজিস্টার্ড দলিলমূলে বন্ধক (mortgage) প্রদান করতে হবে।

(২) বাস্তুভিটাতে বাড়ি করার ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার মালিকানাধীন অপর কোন নিষ্কণ্টক সম্পত্তিও প্রয়োজন সাপেক্ষে রেজিস্টার্ড দলিলমূলে বন্ধক (mortgage) প্রদান করা যাবে।

(ছ) **মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের কিস্তি:**

(১) গৃহ নির্মাণ কাজের উপর ভিত্তি করে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সর্বোচ্চ চারটি কিস্তিতে বিতরণযোগ্য হবে, যা বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং গ্রাহক পর্যায়ে চূড়ান্ত করা যাবে। সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার নির্ধারিত ব্যাংক শাখার নির্ধারিত হিসাব হতে ঋণের কিস্তি বিতরণ করা হবে।

(২) সম্পূর্ণ তৈরি (Ready) ফ্ল্যাট অথবা জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় ঋণ এককালীন প্রদান করা যাবে।

৭.২ **ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতি:**

(ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ ঋণের আসল, ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় সুদ এবং সরকার প্রদত্ত সুদ ভর্তুকির পরিমাণ পৃথকভাবে প্রদর্শনপূর্বক ঋণ পরিশোধের সিডিউল প্রস্তুত করবে।

(খ) ঋণগ্রহীতাকে ক্রমহ্রাসমান (Reducing balance) আসল টাকার উপর বার্ষিক ৯% সরল সুদে ঋণ প্রদান করা হবে।

(গ) অনিবার্য কারণবশতঃ মাসিক কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব হলে, বিলম্বের জন্য আরোপযোগ্য সুদ শেষ কিস্তির সাথে যুক্ত হবে।

৭.৩ **ঋণের মেয়াদ ও আদায় পদ্ধতি:**

(ক) **ঋণ পরিশোধের মেয়াদঃ**

(১) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২০ বছর।

(২) গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ঋণের প্রথম কিস্তির অর্থ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর পর এবং তৈরি বাড়ি ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর পর ঋণগ্রহীতা কর্তৃক মাসিক ঋণ পরিশোধের কিস্তি আরম্ভ হবে।

(খ) **ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় পদ্ধতি:**

(১) ঋণগ্রহীতা যে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করবেন সে ব্যাংকে তাঁর মাসিক বেতনের হিসাব খুলতে হবে। ঋণগ্রহীতার মাসিক বেতন/ভাতা এবং সরকার প্রদত্ত ভর্তুকি বাস্তবায়নকারী সংস্থার উক্ত ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।

(২) ঋণের কিস্তি ঋণগ্রহীতার বেতন হিসাব হতে ঋণের মেয়াদ পর্যন্ত মাসিক ভিত্তিতে কর্তন করা হবে।

(৩) ঋণগ্রহীতার ব্যাংক হিসাব হতে প্রতি মাসে বেতন/ভাতা/ভর্তুকি জমা হওয়ার পর ঋণের কিস্তির অর্থ প্রথমেই বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তন করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ ঋণগ্রহীতা কর্তৃক উত্তোলনযোগ্য হবে।

(৪) ঋণগ্রহীতা যদি অন্যত্র বদলী হয়ে যান তাহলে তাঁর সর্বশেষ বেতন সনদে গৃহ নির্মাণ ঋণের কিস্তি কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা হবে এবং প্রয়োজন হলে নতুন কর্মস্থলে তাঁর বর্তমান ব্যাংক হিসাব স্থানান্তর করে নিতে হবে।

(৫) ঋণগ্রহীতার অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে, তাঁর অবসরোত্তর ছুটি (PRL) সময় পর্যন্ত সরকার প্রদত্ত সুদ বাবদ ভর্তুকি সুবিধা প্রাপ্য হবেন। অবসর গ্রহণের পর সরকার কোন ভর্তুকি প্রদান করবে না।

(৬) অবসর গ্রহণের পর ঋণের কিস্তি অপরিশোধিত থাকলে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকারী সংস্থা-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবশিষ্ট ঋণ পুন:তফশিলীকরণ (Re-Schedule) করা যাবে।

(৭) অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর পুনঃতফসিলকৃত ঋণের মাসিক কিস্তি আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতার মাসিক পেনশনের টাকা বাস্তবায়নকারী সংস্থার পূর্ব নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

(গ) **স্বেচ্ছায় অবসর, চাকুরিচ্যুতি বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আদায় পদ্ধতি:**

(১) কোন ঋণগ্রহীতা স্বেচ্ছায় চাকুরি ত্যাগ করলে অথবা সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান/চাকুরি হতে বরখাস্ত/চাকুরিচ্যুত করা হলে আদেশ জারির তারিখ হতে ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদ বাবদ সরকার প্রদত্ত ভর্তুকি সুবিধা প্রত্যাহার করা হবে।

(২) এ নীতিমালার ৭.৩ (গ) (১) এর ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব পোর্টফোলিও অনুযায়ী নির্ধারিত সুদ প্রদান করতে হবে। অপরিশোধিত অর্থ (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার পেনশন সুবিধা/আনুতোষিক হতে আদায় করা যাবে।

(ঘ) **ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে আদায় পদ্ধতি:**

(১) কোন ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে ঋণের অপরিশোধিত অর্থ তাঁর প্রাপ্য আনুতোষিক হতে জমা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি আনুতোষিক দ্বারা সম্পূর্ণ ঋণ আদায় নিশ্চিত না হয় তবে তাঁর পারিবারিক পেনশন দ্বারা সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে অপরিশোধিত পাওনা আদায় করা যাবে।

(২) যদি আনুতোষিক এবং প্রাপ্য পারিবারিক পেনশন দ্বারা সম্পূর্ণ ঋণ আদায় নিশ্চিত না হয়, তাহলে তাঁর উত্তরাধিকারীর নিকট হতে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখে অপরিশোধিত পাওনা আদায়যোগ্য হবে।

(৩) এ নীতিমালার ৭.৩ (ঘ) (২) এর অপরিশোধিত পাওনা আদায়ের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রচলিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৮। **সরকার কর্তৃক সুদ বাবদ ভর্তুকি প্রদান পদ্ধতি:**

(ক) এ নীতিমালায় সংযুক্ত মডেল সিডিউল (iBAS^{++} software) অনুযায়ী প্রতিটি ঋণ পৃথক বিবেচনা করে সুদ বাবদ প্রাপ্য মাসিক ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। অর্থ বিভাগ হতে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার নামে জারিকৃত চূড়ান্ত মঞ্জুরী আদেশ অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতার বেতন বিলের সাথে সরকার কর্তৃক প্রদেয় সুদ বাবদ ভর্তুকির অংশ যুক্ত হবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মাসিক বেতন/ভাতা ব্যাংক হিসাবে জমা হলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা উক্ত হিসাব হতে ঋণের পূর্ণ কিস্তি (ঋণগ্রহীতার ঋণের আসল ও সুদ এবং সরকার প্রদত্ত ভর্তুকি) আদায় করবে।

৯। **ঋণগ্রহীতার সংখ্যা নির্ধারণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়া:**

(ক) গৃহ নির্মাণ ঋণের ভর্তুকি বাবদ সরকার সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বাজেটে নির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ রাখবে।

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ সরাসরি সরকারি কর্মচারীদের নিকট হতে ঋণের আবেদন অনলাইনে (Online) গ্রহণ করবেন এবং যথাযথ প্রক্রিয়া (Due diligence) অনুসরণপূর্বক বাছাই কার্য সম্পন্ন করবে। প্রাপ্ত আবেদনের ক্রমানুসারে ঋণ প্রদান করা হবে।

(গ) একজন সরকারি কর্মচারী এ নীতিমালার আওতায় একবারে একটি বাস্তবায়নকারী সংস্থায় ঋণ এর আবেদন করতে পারবেন। তবে, ঋণ প্রাপ্তির সকল যোগ্যতা থাকলে এবং শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও বাস্তবায়নকারী সংস্থার অপারগতার কারণে তাঁর আবেদন গৃহীত না হলে তিনি অপর কোন বাস্তবায়নকারী সংস্থা বরাবর আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

১০। **সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদন:**

প্রতিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ নীতিমালার আওতায় সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক/চুক্তি সম্পাদনপূর্বক সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করবে।

১১। **মনিটরিং:**

অর্থ বিভাগের আওতায় গঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি এ নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে।

১২। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ:**

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে তা সরকার এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা যাবে।

১৩। এ নীতিমালাটি সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণার্থে প্রণয়ন ও জারি করা হলো।

১৪। এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে অর্থ বিভাগ হতে ০৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে জারিকৃত ০৭.০০.০০০০.২০৬.৯৯.০০৭.১৯-৪৭ নং পরিপত্রটি অদ্য হতে বাতিল বলে গণ্য হলো। তবে উক্ত পরিপত্রের আওতায় ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যব্যবস্থা বহাল থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৬/১০/২০২১ খ্রিঃ
(আব্দুর রউফ তালুকদার)
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ।

নং- ০৭.০০.০০০০.২০৭.২২.০০১.২১-৮১৬

তারিখ: ১১ কার্তিক, ১৪২৮ বঃ
২৭ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

০২। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা (তাঁর আওতাভুক্ত সকল অফিসে অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০৩। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

০৪। সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ) (তাঁর আওতাভুক্ত সকল অফিসে অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০৫। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (তাঁর আওতাভুক্ত সকল অফিসে অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০৬। কন্ট্রোলার জেনারেল, ডিফেন্স ফাইন্যান্স, বাংলাদেশ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

০৭। বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)।

০৮। রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা।

০৯-১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, সোনালী ব্যাংক লিঃ/ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ/জনতা ব্যাংক লিঃ/ রূপালী ব্যাংক লিঃ/ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৪-১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড/ পূবালী ব্যাংক লিমিটেড/ ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড/ কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড/ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড।

১৯। জেলা প্রশাসক,.. (সকল)।

২০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, ...(সকল)।

২১। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

27/10/2021

(দিল আফরোজা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৬১২০
afrozad@finance.gov.bd

সংযোজনী-ক

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং

ক্রমিক নং	সরকারি কর্মচারীদের বেতন গ্রেড/স্কেল	ঢাকা মহানগরী/সকল সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
১।	৫ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব (৪৩,০০০/- ও তদুর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
২।	৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২,০০০/- হতে ৩৫,০০০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
৩।	১৩তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড (১১,০০০/- হতে ১৬,০০০/-)	৫৫ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
৪।	১৭তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেড (৯,০০০/- হতে ১০,২০০/-)	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ	২৫ লক্ষ
৫।	২০তম গ্রেড হতে ১৮তম গ্রেড (৮,২৫০/- হতে ৮,৮০০/-)	৩৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২০ লক্ষ

সংযোজনী-খ

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে নিয়োজিত সদস্যগণের জন্য সর্বোচ্চ সিলিং

ক্রমিক নং	জুডিসিয়াল সার্ভিস-এর বেতন গ্রেড/স্কেল	ঢাকা মহানগরী/সকল সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
১।	৪র্থ গ্রেড ও তদুর্ধ্ব (৪৪,৪৫০/- ও তদুর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
২।	৬ষ্ঠ গ্রেড ও ৫ম গ্রেড (৩০,৯৩৫/- হতে ৩৪,৫৪০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ